সংবাদ

তারিখ 8 MAR 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবহেলার শিকার নারী শিক্ষকরা

রাকিব উদ্দিন

সরকার নারীর ক্ষমতায়নের ওপর জোর দিলেও দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবহেলার শিকার নারী শিক্ষকরা। দেশের ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ৭৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতেই নারী উপাচার্য নেই। অতীতেও এসব পদে নারীরা পদায়ন পায়নি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সব পদেই পুরুষদের আধিপত্য। এই বৈষম্যের মধ্যেই আজ পালন হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। তবে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে এই চিত্র পুরো উল্টো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে ৫০ শতাংশ নারী ও ৫০ শতাংশ পুরুষ- এই নিয়ম অনুসরণ করা হচ্ছে। নিশ্চিত হচ্ছে সহশিক্ষা কার্যক্রম।

কিন্তু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রায় ছয় শতাধিক শিক্ষকের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন নারী আছেন। কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও মেয়েদের অংশগ্রহণ মাত্র চার শতাংশ। শিক্ষা এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

এদিকে দেশের মোট ২৫৫টি সরকারি কলেজের মধ্যে মাত্র ৩০টির অধ্যক্ষের পদে আছেন নারী। এরমধ্যে রাজধানীর ১১টি সরকারি কলেজের ৮টির অধ্যক্ষের পদে আছেন নারী। ঢাকার বাইরের ২৪৩টি সরকারি কলেজের মাত্র ২২টিতে আছেন নারী।

বাকি শিকার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

শিকার : অবহেলার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কলেজগুলোতে পুরুষরা অধ্যক্ষের পদে আসীন আছেন। ১০টি শিক্ষা বোর্ডের একটির চেয়ারম্যানের পদেও নারীর পদায়ন নেই। তবে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের সবচেয়ে বড় পদ অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালকের পদে আছেন এই ক্যাডারের সবচেয়ে প্রভাবশালী কর্মকর্তা প্রফেসর ফাহিমা খাতুন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীদের অবহেলার বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন 'সংবাদ'কে বলেন, শিক্ষা প্রশাসনে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারী নিয়োগের নিয়ম রয়েছে এবং পালন হচ্ছে। আপত্তির ভিত্তিতে ঢাকার বাইরের কলেজগুলোর অধ্যক্ষের পদে নারীদের নিয়োগ দেয়ার কোন পরিকল্পনা নেই বলেও তিনি জানান। মাউশি জানায়, দেশের ৪৮টি বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নেই। এরমধ্যে তিনটি সরকারি এবং ৪৫টি বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত স্কুল। প্রায় দু'বছর ধরে এসব স্কুলে ন্যূনতম একজন মহিলা শিক্ষকও পদায়ন বা নিয়োগ পায়নি। নারী শিক্ষক না থাকায় সংশ্লিষ্ট স্কুলের ছাত্রীরা নানা ধরনের মানসিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ছেলেমেয়ের সহশিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষার মানোন্নয়নে পরিচালিত একটি প্রকল্পের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। নারী-পুরুষের সহশিক্ষা কার্যক্রম জোরদার ও মেয়েদের শিক্ষালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারি স্কুলে ২৫ ভাগ এবং এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি হাইস্কুলে কমপক্ষে ৩০ ভাগ নারী শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু তা মানছে না বেসরকারি স্কুলগুলো। তারা সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা করে ইচ্ছেমতো শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছেন। এছাড়াও স্কুল ও কলেজের পরিচালনা পরিষদেও নারীরা উপেক্ষিত থাকছেন। অনেক ক্ষেত্রে নারী শিক্ষকরা পুরুষ শিক্ষকদের কাছে নানাভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিতও হচ্ছেন।

এ বিষয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী 'সংবাদ'কে বলেন, 'বুয়েটে নারী শিক্ষকের সংখ্যা একেবারেই কম, যা খুবই দুঃখজনক। কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণ চার শতাংশেরও কম।'

মহিলা শিক্ষকবিহীন গার্লস স্কুল :

দেশে মোট ১৪৭টি সরকারি গার্লস হাইস্কুলের মধ্যে তিনটিতে মহিলা শিক্ষক নেই। স্কুল তিনটি হলো ভোলা জেলার ভজিলাতুননেছা সরকারি গার্লস হাইস্কুল, চাঁদপুরের হাইমচর গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল এবং চট্টগ্রামের মোমেনা সিকদার গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল। বেসরকারি ও এমপিওভুক্ত ৪৫টি বালিকা বিদ্যালয়ে কোন মহিলা শিক্ষক নেই। স্কুলগুলো হলো বাগেরহাটের বিশিন কানাল জুনিয়র গার্লস স্কুল, কাদরবানের আলীকদম গার্লস হাইস্কুল, বরগুনার পূর্ব রায়ভোগ গার্লস হাইস্কুল, ভোলার আহম্মদপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল, বগুড়ার মানিকপুকুর জুনিয়র গার্লস স্কুল, একই জেলার দুর্গাটা গার্লস হাইস্কুল ও ওজগ্রাম শিপু গার্লস হাইস্কুল, বি-বাড়িয়ার নুরপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল, চাঁদপুরের লতাশী শাহ আলম মডেল জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল, চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিনোদপুর গার্লস হাইস্কুল, কুমিল্লার বাজগাড়া আহএম জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল ও হাজী কদম আলী গার্লস হাইস্কুল, ঢাকার ধামরাইয়ের বাগাইল গার্লস হাইস্কুল, দিনাজপুরের নালবাড়ি গার্লস হাইস্কুল, হবিগঞ্জের অপরুপা জুনিয়র গার্লস স্কুল, ঝিনাইদহের পরিষপুর সেকেন্ডারি কো-এডুকেশন স্কুল, জয়পুরহাটের হাচুরিয়া জুনিয়র গার্লস স্কুল, খুলনার হাতড়া জুনিয়র গার্লস স্কুল ও বেইন বাড়িয়া জুনিয়র গার্লস স্কুল, কুড়িগ্রামের শাহী বাজার গার্লস হাইস্কুল ও মিয়াপাড়া আদর্শ জুনিয়র গার্লস স্কুল, কুষ্টিয়ার ভালুকা শহীদ এসকেএসইউ জুনিয়র গার্লস স্কুল, লালমনিরহাটের জগ্রা জুনিয়র সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল।

মাদারীপুরের আবদুস সাত্তার ইবনে হালিমা সেরাজ গার্লস একাডেমি, মাগুরার পাটুবাসি সখিলনী গার্লস স্কুল, ময়মনসিংহের শ্যামলা শাহা গার্লস হাইস্কুল ও ডিজিটিরপার জুনিয়র গার্লস স্কুল, নওগাঁর ভিচিরা শহীদ জিয়া একে গার্লস হাইস্কুল ও গোয়ালা জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল, নড়াইলের এরিএম জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল, নাটোরের সাবিনা ইয়াসমিন ছবি আইডিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারীর চত সোনারায় জুনিয়র গার্লস স্কুল, পটুয়াখালীর বিবি আয়েশা জুনিয়র গার্লস স্কুল ও পশ্চিম বড় গোপালপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল ও কিসমতপুর গার্লস হাইস্কুল, রংপুরের ছোট এনরপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল, সাতক্ষীরার আনুলিয়া পাতোনিসর সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল, শেরপুরের কপড়াকচর হামিদাবাগ জুনিয়র সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল, সিরাজগঞ্জের ভাঁচিয়ারা জুনিয়র গার্লস স্কুল ও বৌতন জুনিয়র হাইস্কুল, সুনামগঞ্জের মধ্যনগর পাবলিক জুনিয়র গার্লস স্কুল, ঠাকুরগাঁওয়ের রামপুর ভাটুরিয়া গার্লস হাইস্কুল ও খনগাঁও বিশ্বাসপুর জুনিয়র গার্লস স্কুল এবং একই জেলার বাবুপাড়া বিএইচ জুনিয়র সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল।